REG. NO. C. 853.

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত।

১০ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২রা আশ্বিন বুধবার ১৩৩০ ইংরাজী 19th September 1923. | ১৪শ সংখ্যা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৵১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া স্বয়ং আসিয়া বা করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন :—

আমাদের দোকানে চাঁদি, সোনা, গিনি মোহর এবং সকলপ্রকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। কোন অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে দিলে আমরা নির্দ্দিষ্ট দিনে দিয়া থাকি। মফঃস্বলে ভিঃ, পিঃ, তে মাল পাঠান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ দে এণ্ড ব্রাদার্স

জঙ্গিপুর, সাহেব বাজার, (মুর্শিদাবাদ)।

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ আনা।

ডাঃ নন্দলাল পাল।

রঘুনাথগঞ্জ।

হিলিংবাম

গত ২৯ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের মূল "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। তন্ত্র চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস. ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন. পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
„ „ মাঝারি শিশি ২৷০
„ „ ছোট শিশি ১৷০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো বাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন মুখকে সুন্দর করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন চুলকে খুব কাল করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন কেশ পতন বন্ধ করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন চিন্তাশীলের সহায়।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন রমণীর অতি প্রিয়।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন সবারই নিত্য প্রয়োজন

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা,ডাক ব্যয় সাত আনা।

রমণী-রক্ষার অশোকারিষ্টের মত শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহাৌষধ। স্ত্রীজাতিসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকারীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তিপ্রদ আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্ট" রমণীরক্ষ। হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিগড়-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি, একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ, শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৵০ দশ আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা এক আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুপ্রভৃতি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২রা আশ্বিন বুধবার ১৩৩০ সাল।

দেশের অবস্থা।

—:•:—

চাকরীর জন্য আত্মহত্যা।

৮৬নং গ্রেষ্ট্রীটের বাবু হরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ট্রাফিক রেজিষ্ট্রেশন আফিসের কেরাণী ছিলেন কিছুদিন পূর্ব্বে ব্যয় সঙ্কোচের জন্য তাঁহাকে ও ৩৩ জন অন্যান্য কেরাণীকে আফিস হইতে বিদায় দেওয়া হয়। হরেন্দ্র বাবু চাকরীর দুঃখে আফিম খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন।

(২)

রাজসাহী জেলার বৈদ্য বেলভরিয়া গ্রামের অধিবাসী ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী একজন এম, এ। তিনি কিছুদিন নাটোর মহারাজা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সংবাদ যে, কোন স্থায়ী চাকরী সংগ্রহ করিতে না পারিয়া গত সপ্তাহে তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন। ক্ষিতীশবাবু বি, এল, পড়াও সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

মেমের কেরোসিনে আত্মহত্যা।

—:o:—

এতদিন বাঙ্গালীর মেয়েরাই কাপড়ে কেরোসিন ঢালিয়া আত্মহত্যা করিত, এখন সাহেবী মহলেও এই ব্যাধি ঢুকিতেছে। সম্প্রতি সিংহলে মিঃ ডিফম্যানে নামক জনৈক সাহেব উকীলের যুবতী স্ত্রী ঘরের ভিতর খিল দিয়া কাপড়ে কেরোসিন ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়। তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া দরজা খুলিয়া দেখা গেল যে তাহার শরীরের অনেক স্থান পুড়িয়া গিয়াছে। পরে তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়; কিন্তু সেখানে তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে ঐ যুবতী প্রকাশ করে যে, বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে পাগলা গারদে দুর্ব্বহ জীবন ভোগ করিতে হইত, এই ভয়েই সে আত্মহত্যা করিয়াছে। যুগবার্ত্তা

আদালতে উকিলের কাণ্ড।

—:o:—

গত শুক্রবার চট্টগ্রামের প্রথম সবজজ আদালতে বেশ রগড় হইয়া গিয়াছে। মোকদ্দমার সওয়াল জবাবের সময় জনৈক উকীল বিপক্ষ উকীলকে নাকি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করেন আর যায় কোথায়! বিপক্ষ উকীলের প্রথমতঃ চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, তৎপর দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল এবং পর মুহূর্ত্তে ঐ অঙ্গুলীকে লক্ষ্য করিয়া বিরাশী সিক্কা ওজনে এক ভীষণ কীল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় অপর উকীল মহাশয় স্বভাবজাত সংস্কারবশতঃ স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সরাইয়া নেওয়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কীলটী টেবিলের উপর পড়াতে ভীষণ শব্দ উত্থিত হইয়া আদালতে উপস্থিত সকলকেই চমকিত করিয়াছিল। যাহা হউক উকীল মহাশয় লজ্জিত হইয়া কোর্টের নিকট সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করাতে ব্যাপার আর বিশেষ গড়াইতে পারে নাই। দৈনিক জ্যোতিঃ

ইউরোপীয় চোরের দণ্ড।

—:•:—

সম্প্রতি এলাহাবাদ হাজত হইতে এ, এফ, ফারনিশ নামে একজন ইউরোপীয় কয়েদী পলায়ন করিয়াছিল। এই কয়েদী কাণপুরে পুনরায় ধৃত হয় এবং কাণপুরে মেসার্স মরে এণ্ড কোম্পানীর দোকানে চুরি করার অভিযোগে ফৌজদারী সোপর্দ্দ হয়। আরও প্রকাশ, আসামী লক্ষ্ণৌ কুইন্স রয়েল রেজিমেণ্ট নামক বাহিনীর একজন পলাতক সৈনিক। গত ১৭ই সেপ্‌টেম্বর কাণপুরের সিটি ম্যাজিষ্টরের নিকট ইহার বিচার হইয়া গিয়াছে। আসামী দেড় হাজার টাকা দামের জিনিস চুরি করিয়াছিল। বিচারে সে দোষী প্রমাণিত হইয়াছে এবং ম্যাজিষ্টর তাহার এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন।

রোগে ও দারিদ্র্যে পিশাচ।

—:•:—

ঢাকা ধামরাই থানার এক গ্রামে রাইমোহন সূত্রধরের বাস। সে অনেকদিন হইতেই রোগে ভুগিতেছিল। তাহার ফলে সে তাহার স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের খাইতে দিতে পারিতেছিল না; স্ত্রী পুত্রকে চোখের সামনে অনাহারে থাকার কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া, সে একদিন তাহার সাত বছরের মেয়ে, পাঁচ বছরের ছেলে এবং স্ত্রীকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে আঘাত করে। ছেলে ও মেয়েটী মারা যায়, স্ত্রী বাঁচিয়া গিয়াছে! পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিলে সে বলে, এই রুগ্ন শরীরে স্ত্রীপুত্রদের আহার যোগাইতে না পারায় সে উহাদের হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং সে নিজেও তাহার পর আত্মহত্যা করিত। পুলিশ তাহাকে হাজতে রাখে। হাজতে সেই রোগেই সে মারা গিয়া সকল যন্ত্রণা এড়াইয়াছে। রোগে ও দারিদ্র্যে পড়িলে লোকে ক্ষেপিয়া কি প্রকার পিশাচ হইতে পারে, ইহা তাহারই এক দৃষ্টান্ত। সবই পাপের ফল।

পত্নীত্বের দাবী।

— o —

মেদিনীপুর সহরে একটী মজার মামলা উঠিয়াছে। একটী স্ত্রীলোক দাবী করিতেছে যে সে একজন ভদ্রলোকের রক্ষিতারূপে বহুকাল উক্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে বাস করিয়াছিল এবং উক্ত ভদ্রলোকের দ্বারা তাহার গর্ভে পুত্রাদি উৎপন্ন হইয়াছে। স্ত্রীলোকটী বলে যে উক্ত ভদ্রলোকের স্ত্রী ক্লীব বলিয়া উক্ত ভদ্রলোক তাহাকেই স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত একত্র বসবাস করিত। উক্ত ভদ্রলোকের মৃত্যু হওয়ায় এখন নাকি তাহার স্ত্রী ও দেবর ও অন্যান্য আত্মীয়গণ বলপূর্ব্বক তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে এবং তাহার মূল্যবান সম্পত্তি আদি আত্মসাৎ করিয়াছে। উক্ত স্ত্রীলোকটী বিচারপতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দাসীপুত্র সম্বন্ধীয় নজীরের বলে স্বীয় পুত্রের জন্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার দাবী করিতেছে। এই মোকদ্দমায় হিন্দু উত্তরাধিকার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উঠিবার সম্ভাবনা। মেদিনীপুরের সুযোগ্য ব্যারিষ্টার মিঃ ডি আর মুখার্জ্জি মহাশয় আসামীর পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। কোর্ট হইতে ভদ্রলোকের বিধবা স্ত্রীর উপর ওয়ারেণ্ট জারি হইয়াছিল, মিঃ মুখার্জ্জির চেষ্টায় তাহা রহিত হইয়া উক্ত ভদ্র মহিলাকে পরীক্ষা করিবার জন্য একজন ডেপুটির উপর আদেশ হইয়াছে। ভদ্র মহিলার সম্ভ্রম রক্ষার জন্য এই আদেশ পরিবর্ত্তনে আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি।

নিলামের ইস্তাহার।

চৌকী জঙ্গিপুরের প্রথম মুন্সেফী আদালত।

নিলামের দিন ২রা অক্টোবর ১৯২৩।

৫৫৭ রেহাণ ডিঃ মহারাজা শশীকান্ত আচার্য্য বাহাদুর দেঃ আবদুল গোফুর বিশ্বাস দাবি ৫০।৶০ পং সেরসাহাবাদ মৌজে নিজ সুরপুর ১৸০ কাত ১৸০ জাঃ ১০৲

২ রেহাণ ডিঃ মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী নাবালক পক্ষে অলি গদাধর চৌধুরী দেঃ তারণ ঘোষ দিঃ দাবি ২৪৭।৶৯ পং কুঙরপ্রতাপ মৌজে মির্জ্জাপুর ইস্তাহারের লিখিত সম্পত্তি নিলাম হইবে। জাঃ ৩১৲

নোটিশ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও নিখিল ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য দ্বিতীয়বার নির্ব্বাচিত হইবে। তজ্জন্য আগামী ৮ই অক্টোবর ১৯২৩, অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার মধ্যে নির্ব্বাচন (nomination) পত্রিকা রিটার্নিং অফিসারের নিকটে দাখিল করিতে হইবে। নির্ব্বাচন পত্রিকা পরীক্ষা (scrutiny) করিবার দিন ১১ই অক্টোবর ১৯২৩ সাল ধার্য্য হইয়াছে ইতি—

Berhampur (Sd.) H. N. Mullick.
18. 9. 1923. For District Officer,
Murshidabad.

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আমার স্বামী ৺প্রতাপ চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় আমাকে একমাত্র স্ত্রী ওয়ারীশ রাখিয়া পরলোক গমন করিবার পর হইতে আমি তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তিতে বরাবর স্বত্ববতী ও দখলকারিণী আছি। আমি পর্দ্দানসীন স্ত্রীলোক বিধায় গত কয়েক বৎসর হইতে আমার নিযুক্ত গোমস্তা শ্রীযুক্ত বগলাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী আমার পক্ষ হইতে আদায় তহশীলাদি সকল কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণ চন্দ্র রায় চৌধুরী আমার অনুমতি মতে আমার বিষয় সম্পত্তির সময় সময় তত্ত্বাবধান করিতেন। উক্ত পূর্ণ চন্দ্র রায় চৌধুরী নানারূপ অন্যায় ও ক্ষতিকর কার্য্য করায় আমি তাঁহাকে আমার সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিতে নিষেধ করিয়াছি এবং তাঁহাকে আর উক্ত কার্য্য করিতে দিতে ইচ্ছা করি না। কেহ তাঁহাকে আমার প্রাপ্য খাজনা বা ভাগফসল দিলে বা তাঁহার সহিত আমার বিষয় ও কার্য্যকলাপ সংক্রান্ত কোন

কার্য্য করিলে আমি তাহাতে বাধ্য হইব না এবং কেহ তাহা মঞ্জুরা পাইবেন না। শ্রীযুক্ত বগলাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী পূর্ব্ববৎ আমার গোমস্তা বাহাল আছে এবং তাহার উপর পূর্ব্ববৎ আদায় তহশীলের ভার আছে। তাঁহার নিকট হইতে আমার বকলমে তাহার দস্তখতি আমার মোহরাঙ্কিত আমার সেরেস্তার প্রচলিত চেক দাখিলা লইয়া ও রসিদ লইয়া সকলে খাজনা ও ভাগফসল দিতে পারিবেন। ইতি সন ১৩৩০ সাল তারিখ ১লা আশ্বিন।

শ্রীযুক্তা তরঙ্গ তারিণী চৌধুরাণী।
সাকিম রঘুনাথগঞ্জ।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে আমি গত চৈত্র ও বৈশাখ মাসে কলিকাতা থাকা সময়ে আমার অনুপস্থিতে আমার প্রাইভেট ষ্টেটের চার্জ্জ ও দলিল দস্তাবেজের বাক্স এবং আলমারীর চাবী আমার কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র ভূষণ ঘোষ ওরফে অতুল চন্দ্র ঘোষের তত্ত্বাবধানে ছিল ঐ সময়ে তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া ও চার্জ্জ বুঝাইয়া না দিয়া অনুপস্থিত অবস্থায় ধুলিয়ান বাজারে বেশ্যালয়ে বাস করিতে থাকেন। আমি কলিকাতা হইতে আসিয়া তাহার কার্য্যে বিশেষ সন্দেহজনক বিবেচনা করিয়া সেরেস্তার দলিল দস্তাবেজ অনুসন্ধান করিতে জানিতে পারিলাম যে আমার আত্মীয় শ্রীযুক্ত শরৎ ভূষণ বসু মহাশয় বরাবর লিখিয়া দেওয়া জেলা মালদহের অধীন বিনোদপুর সাকিমের জামিরুদ্দিন মকসদ আলি বিশ্বাস দিগর দস্তা সন ১৩২৬ সালের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের সম্পাদিত ৩৯৯৲ টাকার একখানি রেহেনী রেজিষ্টারীকৃত তমসুক যাহা আমার জিম্মায় ছিল তাহা দলিলের বাক্সে নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস উক্ত দলিল কথিত দেনদারের সহিত যোগসাজসে নগেন্দ্র ভূষণ ঘোষ ওরফে অতুল চন্দ্র ঘোষ গোপন করিয়াছেন। এই সন্দেহমূলে এই বিষয় সমসেরগঞ্জ থানায় রোজনামচা জানাইয়া রাখা হইয়াছে। ঐ দলিলের পাওনা বাবদ দেনদারগণ এ পর্য্যন্ত কপর্দ্দক আদায় দেয় নাই সুতরাং ওয়াশীল সম্বন্ধে উক্ত অতুল বাবুর হাতের দলিলের পৃষ্ঠের কোন ওয়াশীল দেওয়া দেওয়া বা পৃথক রসিদ থাকিলে ঐ ওয়াশীল যোগসাজসী প্রবঞ্চনামূলক গণ্য হইবেক। তদ্দ্বারা মহাজন বাধ্য হইবেক না। যেহেতু অতুল বাবু শরৎ ভূষণ বসুর কোন কর্ম্মচারী ছিলেন না বা তাঁহাকে ঐ প্রকার টাকা আদায় বা রসিদ দিবার কোন প্রকার ক্ষমতা দেওয়া ছিল না। প্রকাশ থাকে যে আমাদের প্রাইভেট সম্বন্ধীয় উক্ত অতুল বাবুর দস্তা কোন প্রকার কর্জ্জ থাকানা ইত্যাদি বাবদ রসিদ দেওয়া বা বিনা রসিদের কোন টাকা আমি মঞ্জুরা দিব না বা দিতে বাধ্য নহি। তাঁহার কৃত ঐ প্রকার কার্য্য সমস্তই নামঞ্জুর হইবে ইতি—

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ রায়।
সাং কাঞ্চনতলা।

ডাঃ কিশোরীমোহন সিংহ এম, বি,

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও কণ্ঠ চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, দ্বারভাঙ্গা সরকারি হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ও বর্ত্তমান কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চক্ষু-চিকিৎসক।

ছানি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার চক্ষু চিকিৎসা, করা হয়। চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা করা হয়।

পলিপাস, এডিনয়েড ও টন্সিল অপারেশনের সুন্দর ব্যবস্থা আছে। বধিরতা ও কর্ণস্রাব প্রভৃতি কর্ণরোগের এবং নাসারোধ ও রক্ত পূজ পড়া প্রভৃতি নাসিকারোগের চিকিৎসা করা হয়।

রোগী দেখা ও পরামর্শের সময় ও স্থান :—

প্রাতে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত, দ্বিপ্রহরে ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত—নিজ বাসাবাটী ৫০।৩ হরিশ মুখার্জ্জির রোড ভবানিপুর, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৩৯২৫

দ্বিপ্রহরে ১১টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত, বৈকালে ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত—আই, ইয়ার, নোজ, থ্রোট ক্লিনিক, রুম নং ২২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট দোতালায়।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিঃ
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের
আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও ঔষধালয়।

* * * ১২৮৫ সালে স্থাপিত * * *

হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, বরদা, পাতিয়ালা, ইন্দোর,
কাশ্মীর, যোধপুর, ভরতপুর, কাশী,
গোয়ালিয়ার, কোলাপুর,
বলরামপুর,
ইত্যাদি প্রদেশের
—নৃপকুলবৃন্দ পৃষ্ঠপোষিত—

সাধারণ দুরারোগ্য রোগের কতিপয় পরীক্ষিত মহৌষধ।

অমৃতাদি কষায়	সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বরের পাচন। এক শিশি ১৲; ডাকে ১৸৵০ আনা।
কাঞ্চন ঘৃত	সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এক পোয়া ৫৲ টাকা; ডাকে ৫৸৵০ আনা। অর্দ্ধ পোয়া ২৷০ টাকা; ডাকে ৩৵০ আনা।
কনকাষ্টক	ক্রিমি রোগের অমোঘ মহৌষধ। এক কৌটা ১৲ টাকা; ডাকে ১৷০ আনা।
কর্পূরাসব	প্রবল উদরাময় ও ওলাওঠার মহৌষধ। এক শিশি ৷৷০ আট আনা; ডাকে ৸৵০ আনা।
কুটজাসব	রক্তামাশয় ও তদসংক্রান্ত জ্বর, শোথ, অরুচি, উদরে বেদনা ইত্যাদি প্রশমিত হয়। এক শিশি ২৲ টাকা; ডাকে ২৸৵০
ক্ষতান্তক তৈল	দুষ্টক্ষত, নালী ঘা, কাণে পূয, নারাঙ্গা ঘা, বালকদিগের খোস পাঁচড়া, ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের আশু ফলপ্রদ ঔষধ; এক শিশি ১৲ টাকা; ডাকে ১৷৵০।
ক্ষুধাবতী	অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, প্রভৃতি উপদ্রবের মহৌষধ এক শিশি ১৲ টাকা; ডাকে ১৷০ আনা।
দশনকান্তি চূর্ণ	দাঁতের গোড়া ফোলা ব্যথা হওয়া, দন্তবেষ্টের রক্ত ও পূযাদি স্রাব বন্ধ করিতে অদ্বিতীয়। এক কৌটা ৷৷০ আনা; ডাকে ৸০

নিবেদন — অর্ডার পাঠাইবার সময় স্বীয় নাম ও ঠিকানা খুব স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

"য়্যাড্ ইটু"

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্
তারের ঠিকানা : "ফিজীশিয়ান"
টেলিফোন নং : ২৭১৫ কলি :
২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৵৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৷৵৹ এক টাকা তিন আনা

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখলেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ২৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ৷৵৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।
রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

১নং। দামোদর সুধা। ঃ—

মূল্য ৷৷৹

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। মাশুলাদি স্বতন্ত্র

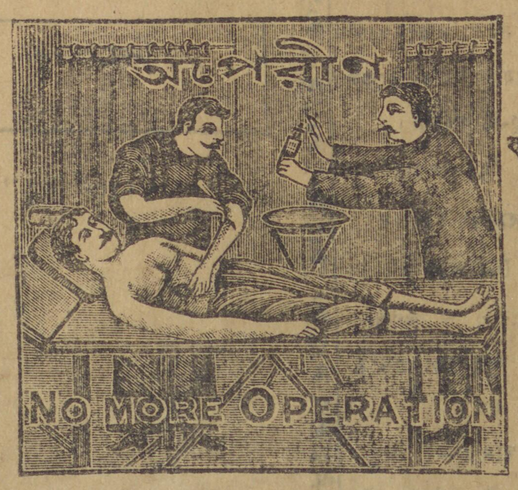

২নং বিনা অস্ত্রে আরোগ্য অপেরীণ। ঃ—

যাগী, ফোঁড়া, ঠুন্‌কা, উরুস্তম্ভ, শীতলী ব্রণ, কাকবিড়ালী, পৃষ্ঠব্রণ এমন কি আব (Tumour) প্রভৃতি প্রথম অবস্থায় বাহ্য প্রয়োগে বসিয়া যাইবে, এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি ফাটিয়া যায়।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৷৷৹ আনা।

৩নং। স্পিরিট ক্যাম্ফর ঃ—ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ৷৵৹ আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲।

৪নং। একজিন ঃ— একজিমা বা কাউরের একমাত্র মলম। মূল্য ৷৷৹ আনা।

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা

বিংশতি শতাব্দীর অপূর্ব্ব আবিষ্কার।

"আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা"—স্বর্গের সুধাতুল্য এই বটিকা সেবন করিলে আর মদনানন্দ মোদক, কামেশ্বর মোদক প্রভৃতি খাইতে হইবে না। ইহা বিলাস প্রিয় যুবক যুবতীর অতি আদরের বস্তু। পরীক্ষা করিলে ইহার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা বুঝিতে পারিবেন। অপর পক্ষে ইহা স্ত্রী এবং পুরুষের ধাতু দৌর্ব্বল্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়ার অব্যর্থ মহৌষধ। সুস্থ শরীরে ইহা নিয়মিতরূপে সেবন করিলে দীর্ঘজীবন লাভ করতঃ শরীর পরিপুষ্ট এবং বলশালী হয়। মূল্য ৩২ বটিকায় ১ কৌটা মাত্র ১৲ এক টাকা।

কেশ তৈলের রাণী—"মুনি তৈল"—ইহা যুবক যুবতীর অতি আদরের জিনিস। যিনি একবার এই তৈল ব্যবহার করিয়াছেন তিনি নিশ্চয় আর কোনও প্রকার তৈল পছন্দ করিবেন না। ইহার সৌগন্ধ এত মনোহর যে ইহা থাকিলে গৃহের চতুর্দ্দিক সদ্য প্রস্ফুটিত পারিজাত কুসুমের গন্ধে মন প্রাণ আকুল করিয়া তুলিবে। ইহার গুণও অতুলণীয়। এই তৈল নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে মস্তিষ্ক শীতল রাখে, শরীর স্নিগ্ধ এবং পরিপুষ্ট করে, কেশরাশি পরিবর্দ্ধিত, কোমল এবং সুচিক্কণ করে। ইহা বাজারের তথাকথিত অপদার্থ এবং অন্তঃসারশূন্য কেশ তৈল নহে। মূল্য ৫ তোলার শিশি ১৲ টাকা মাত্র।

চক্ষু রোগের অব্যর্থ মহৌষধ "মমীরা"

ইহা যাবতীয় দুরারোগ্য চক্ষুরোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ। বহু অর্থ ব্যয়ে আফগানিস্থান হইতে আমরা ইহা সংগ্রহ করিয়াছি। এই আসল এবং অকৃত্রিম মমীরা অল্পদিন ব্যবহারে বিনা অস্ত্রে ছানি নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি তোলা ১০০৲ এক শত টাকা। ৵৹ দুই আনা ওজনের কমে বিক্রয় করা হয় না। কমিশন দেওয়া হয় না।

সুবর্ণ সুযোগ! সত্বর হউন!

এই পত্রিকার নাম উল্লেখ পূর্ব্বক পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে এবং বিনামাশুলে একখানি কামশাস্ত্র পাঠাইয়া থাকি।

বৈদ্যশাস্ত্রী মণিশঙ্কর গোবিন্দজী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অলৌকিক সালিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১৷৷৹ দেড় টাকা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।